গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৮ বর্ষ ৩১ সংখ্যা | ১৩ - ১৯ মার্চ ২০২৬ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

ভোটাধিকার রক্ষায় রাজ্যের সর্বত্র সক্রিয় এসইউসিআই(সি)

পশ্চিমবঙ্গে ৬৩ লক্ষ মানুষকে বিবেচনাধীন বলে দাগিয়ে দিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। খসড়া তালিকা থেকে যে ৫ লক্ষের বেশি মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে তাঁদের একটা বড় অংশই বৈধ ভোটার। এ ভাবে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টার বিরুদ্ধে সারা রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ দেখায় এসইউসিআই(সি)। ২ মার্চ দলের পক্ষ থেকে কলকাতায় সিইও দপ্তরের সামনে বিক্ষোভে (ছবি) নেতৃত্ব দেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দেবাশিস রায়, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তরুণকান্তি নস্কর ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বিক্ষোভ সভার পক্ষ থেকে সিইও দপ্তরে স্মারকলিপি দিয়ে দাবি জানানো হয়— কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ দিয়ে নির্বাচন করা যাবে না। সমস্ত জেলার জেলাশাসক, এসডিও, বিডিও দপ্তরেও বিক্ষোভ হয়।

বিবেচনাধীন ভোটারদের সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৪ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন, ৬৩ লক্ষ নাম 'বিবেচনাধীন' তালিকায় আছে, যাঁদের সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্বাচন ঘোষণার মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট নিয়োজিত বিচারকরা নিতে পারবেন কিনা তা নিশ্চিত নয়। বিচারকেরা যে তৎপরতায় কাজ করছেন তাতে আশঙ্কা বহু লক্ষ মানুষ ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন, যা কোনও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বাঞ্ছিত হতে পারে না।

সাতের পাতায় দেখুন

মহান স্ট্যালিন স্মরণে

"বিপ্লবের বিজয় কখনও আপনা আপনি আসে না। তার জন্য প্রস্তুতি গড়ে তুলতে হয় এবং জয় অর্জন করতে হয়। একমাত্র একটি শক্তিশালী সর্বহারা পার্টি এর প্রস্তুতি গড়ে তুলতে এবং জয় অর্জন করতে সক্ষম। এমন মুহূর্ত আসে যখন পরিস্থিতিটা বিপ্লবাত্মক, বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থার ভিত পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে, কিন্তু তবুও বিপ্লব আসে না। কারণ তখনও জনগণকে নেতৃত্ব দিয়ে ক্ষমতা দখল করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী ও প্রভাবশালী সর্বহারা বিপ্লবী পার্টি নেই।

— জে ভি স্ট্যালিন

৫ মার্চ বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা কমরেড স্ট্যালিনের প্রয়াণ দিবসে দলের শিবপুর সেন্টারে প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

আমেরিকা প্রকাশ্যেই ইরানকে ধ্বংসের হুমকি দিচ্ছে

পশ্চিম এশিয়ার আকাশে এখন ডানা ঝাপটাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শকুনের দল। এবার লক্ষ্য ইরান। আজকের দিনের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মিসাইল নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সামান্য ভুলও করে না। অথচ ২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন-ইজরায়েল সাম্রাজ্যবাদী চক্র হামলা শুরু করার পরে পরেই ইরানে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী মেয়েদের একটি স্কুল মিসাইল হানায় ধ্বংস হয়ে গেল। শেষ হয়ে গেল প্রায় ২০০টি বালিকার ফুলের মতো জীবন। এই লেখা তৈরির সময় পর্যন্ত পাওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী আমেরিকার বর্বর হামলায় ইতিমধ্যে মারা গেছেন ইরানের প্রায় দেড় হাজার মানুষ, যার ৩০ শতাংশ শিশু। ঘরের ভিতরে মিসাইল হামলা চালিয়ে হত্যা করা হয়েছে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় শাসক আয়াতোল্লা আলি খামেনেইকে। ইরানও পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে আমেরিকার সেনাঘাঁটিতে পাল্টা আক্রমণ চালিয়েছে। সব মিলিয়ে পশ্চিম এশিয়ার বাতাস এখন ভারি হয়ে আছে বারুদের তীব্র গন্ধ, বোমায় গুঁড়িয়ে যাওয়া ঘরবাড়ি, হাসপাতাল, স্কুলের ধ্বংসস্তূপ থেকে উড়তে থাকা ধুলো, আহতদের আর্তনাদ আর মৃতের পরিজনদের বুকফাটা কান্নায়। প্রভাব পড়েছে বিশ্ব জুড়ে। ইরান সহ পশ্চিম এশিয়ার এই এলাকা খনিজ তেল ও গ্যাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সরবরাহের অন্যতম উৎস হওয়ায় এবং ইরান তেলবাহী জাহাজ চলাচলের গুরুত্বপূর্ণ পথ হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেওয়ায় সংকটে পড়েছে গোটা বিশ্বের দেশগুলি। ভারত সরকারও গ্রাহকদের জ্বালানি গ্যাস সরবরাহে রাশ টেনেছে এবং যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দামও বেশ খানিকটা বাড়িয়ে দিয়েছে।

কেন ইরানের উপর এই আক্রমণ? যুদ্ধবাজ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানিয়েছেন, আমেরিকার বিমানঘাঁটিগুলিতে নাকি ইরানের আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে বলেছেন, ইরানের আক্রমণ ঠেকাতেই নাকি আগে থাকতে হামলা চালানোর এই কার্যক্রম। এঁরা দু'জনেই যে চরম অসত্য বলেছেন,

দুয়ের পাতায় দেখুন

মূল্যবৃদ্ধির চাপে পিষ্ট জনগণের উপর গ্যাসের দামবৃদ্ধির বোঝা চাপাল বিজেপি সরকার

মূল্যবৃদ্ধির চাপে এমনিতেই দিশেহারা দেশের মানুষ। তার উপর নতুন করে রান্নার গ্যাসের দামবৃদ্ধির বোঝা চাপিয়ে দিল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। যুদ্ধের অজুহাতে গ্যাসের দাম সিলিন্ডার পিছু ৬০ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হল। বাণিজ্যিক সিলিন্ডারে বাড়ানো হল ১১৪.৫০ টাকা।

গত এপ্রিলেই রান্নার গ্যাসের দাম ৫০ টাকা বাড়িয়েছিল বিজেপি সরকার। অথচ ইরানের উপর মার্কিন-ইজরায়েল হামলা শুরু হওয়ার পর থেকেই সরকারের দিক থেকে আশ্বাসবাণী শোনানো হচ্ছিল, দেশে গ্যাস-তেলের দাম বাড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

দুয়ের পাতায় দেখুন

গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে দলের বিক্ষোভ সর্বত্র। ছবি ঃ মেছেদা, পূর্ব মেদিনীপুর

ইরানকে ধ্বংসের হুমকি

একের পাতার পর

প্রকাশ্যে এসে গেছে তা। মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের সদর দফতর পেন্টাগন ১ মার্চ জানিয়েছে, ইরানের দিক থেকে হামলার কোনও খবর তাদের কাছে ছিল না। বাস্তবে হামলা শুরুর আগে ওমানের মধ্যস্থতায় ইরান ও আমেরিকার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছিল। ২৭ ফেব্রুয়ারি ওমানের বিদেশমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, পরমাণু বোমা তৈরির উপকরণ মজুত না করা ও ভবিষ্যতে পরমাণু বোমা তৈরি না করার প্রতিশ্রুতি সহ ইরান একটি চুক্তির দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে। অথচ এই ঘোষণার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই আচমকা ইরানে মিসাইল হামলা শুরু করে দিল আমেরিকা। অর্থাৎ এত দিন ঠিক যে ভাবে আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া সহ একের পর এক দেশে আগ্রাসন চালানোর আগে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কখনও গণবিধ্বংসী অস্ত্র মজুত করা, কখনও গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়ার মতো নানা মিথ্যা অজুহাত খাড়া করে এসেছে, এ বারের ইরান আক্রমণেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০১৫ সালে আমেরিকা, চিন, রাশিয়া সহ আরও কয়েকটি পশ্চিমী দেশের সঙ্গে ইরানের যে পরমাণু চুক্তি হয়, ২০১৮ সালে প্রথম বারের জমানায় ট্রাম্প সরকার নিজেই সেই চুক্তি থেকে সরে গিয়েছিল। ২০২৫ সালে যখন নতুন করে পরমাণু শক্তি নিয়ে আমেরিকা-ইরান আলোচনা শুরু হয়, ঠিক তখনই ইরান পরমাণু বোমা বানাচ্ছে, এই মিথ্যা অভিযোগ তুলে ২২ জুন সে দেশে হামলা শুরু করেছিল প্রথমে ইজরায়েল, তারপর আমেরিকা— যারা নিজেরাই পরমাণু শক্তিধর দেশ।

কেউ কেউ এমনও মনে করেন যে, ইরানে খামেনেইয়ের ধর্মীয় মৌলবাদী শাসনের হাত থেকে ইরানি জনগণকে রক্ষা করতে, তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতেই আমেরিকার এই হামলা। তাঁদের মনে রাখা দরকার, খামেনেইয়ের বিরুদ্ধে দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের যে অসংখ্য অভিযোগ, তার বিরুদ্ধে ইরানের জনগণ লড়াই করছেন বহু দিন ধরে। তাঁরা কোনও দিনই এই লড়াইয়ে আমেরিকা বা ইজরায়েলের সাহায্য চাননি। তা ছাড়া যে ইজরায়েল গাজায় নৃশংস হামলা চালিয়ে কয়েক লক্ষ নিরস্ত্র প্যালেস্তিনীয়কে হত্যা করেছে, যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট অতর্কিত হামলা চালিয়ে স্বাধীন দেশ ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে সস্ত্রীক অপহরণ করেছে, অন্য দেশের গণতন্ত্র রক্ষার কথা তাদের মুখে মানায় কি? বিশ্বের মানুষ বার বার দেখেছেন, গণতন্ত্র বিপন্ন, শাসক পরিবর্তন করতে হবে— এই ধুয়ো তুলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যখনই আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়ার মতো দেশে দেশে আগ্রাসন চালিয়েছে, প্রতিটি দেশই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং শাসকের আসনে বসেছে হয় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পুতুল সরকার, নয় তো ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তি। ফলে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী আমেরিকা ও ইজরায়েল নিজেরাই যে অন্য দেশের গণতন্ত্র ও সার্বভৌমত্বের সবচেয়ে বড় হত্যাকারী, বিশ্বের মানুষের কাছে আজ তা জলের মতো স্পষ্ট।

আসলে দীর্ঘ দিন ধরেই ইরান আক্রমণের ছক কষছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। তার লক্ষ্য তেল ও গ্যাস সমৃদ্ধ পশ্চিম এশিয়ায় একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করা। এই কাজে ওই অঞ্চলে তার অন্যতম স্যাঙাৎ হল ইজরায়েল। সৌদি আরব, ইউএই, কাতারের মতো পশ্চিম এশিয়ার কয়েকটি দেশের সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সখ্যতা রয়েছে। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট ইজরায়েলের প্যালেস্তাইনে দখলদারির বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে যে সব সশস্ত্র সংগ্রামী গোষ্ঠী, তাদের সক্রিয় সমর্থনকারী দেশগুলির মধ্যে ইরান অন্যতম। ইরানে একদিকে রয়েছে খনিজ তেলের বিপুল ভাণ্ডার। অন্য দিকে পারস্য উপসাগর, হরমুজ প্রণালী ও আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্যে ইরানের অবস্থান এমন যে এই দেশটিকে বাগে আনতে না পারলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে পশ্চিম এশিয়ায় নিজের সার্বিক আধিপত্য কায়েম করা দুষ্কর। ফলে ছলে বলে কৌশলে, আগের বার পরমাণু অস্ত্র বানানোর মিথ্যা অভিযোগ তুলে, এ বার আলোচনার টেবিলে বসে ঐকমত্যে আসার নাটক করতে করতেই ইরানে বার বার হামলা চালাচ্ছে আমেরিকার ও ইজরায়েল। ইরানকে পদানত করতে পারলে তেলের বিপুল ভাণ্ডার যেমন দখলে আসবে, তেমনই নিষ্কণ্টক হবে পশ্চিম এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য।

আমেরিকার ইরান আক্রমণের পিছনে আরও একটি কারণও কোনও কোনও মহলের অভিমতে উঠে আসছে। তেলবাহী জাহাজ চলাচলের জন্য যে হরমুজ প্রণালী অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তা রয়েছে ইরানের দখলে। ইরানকে পদানত করতে পারলে এই প্রণালীতে কায়েম হবে আমেরিকার নিয়ন্ত্রণ। কেউ কেউ বলছেন, এতে চিনে তেল সরবরাহে বাধা সৃষ্টি করার সুযোগ পাবে আমেরিকা। এই সুযোগ তার প্রয়োজন, কারণ দিনে দিনে বিশ্বে অর্থনৈতিক আধিপত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমেরিকার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে চিন।

ইরানে গোঁড়া ধর্মীয় আবরণের আড়ালে কায়েম রয়েছে শোষণমূলক পুঁজিবাদী শাসন। স্বাভাবিক কারণেই বিশ্বের সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের মতোই তার বিরুদ্ধে সেখানকার মানুষের প্রবল ক্ষোভও রয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে ইরানের মানুষকে বার বার নানা দাবিতে পথে নামতে দেখা গেছে। সেইসব বিক্ষোভ বার বার প্রবল রূপ নিয়েছে এবং অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের মতো ইরানের শাসকরাও সেই আন্দোলন নির্মম ভাবে দমন করেছে। কিন্তু এগুলি কখনওই ইরানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ইজরায়েলের হানাদারির পক্ষে যুক্তি হতে পারে না। বাস্তবে নিজস্ব সাম্রাজ্যবাদী লুটের স্বার্থেই এই দুই দেশ ইরানে নির্লজ্জের মতো আক্রমণ শুরু করেছে। এই আক্রমণের ফলে চাঙ্গা হবে আমেরিকার 'যুদ্ধশিল্প'। অক্সিজেন পাবে বাজারসংকটের আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকা আমেরিকার অর্থনীতি। এই মুমূর্ষু পুঁজিবাদের যুগে মার্কিন অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ হল তার যুদ্ধশিল্প। সে দেশের প্রতিরক্ষা বাজেটে প্রতি বছর বরাদ্দ হয় বিপুল অর্থ। বিশ্বের সবচেয়ে বড় অস্ত্র তৈরির সংস্থাগুলির শীর্ষে রয়েছে আমেরিকার লকহিড মার্টিন, নরথ্রপ গ্রুম্যান, বোয়িং-এর মতো কোম্পানি। দেশে দেশে যুদ্ধ না বাধালে এদের তৈরি অস্ত্রের জমে থাকা পাহাড় খালাস হবে কী করে? মার্কিন সংসদ আবার আলো করে বসে আছেন বড় বড় অস্ত্র কোম্পানি ও তেল কোম্পানির বড়কর্তারা। ফলে বিনা প্ররোচনায় ইরানের মতো প্রাচীন ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ একটি দেশের উপর হামলা চালিয়ে সভ্যতার নানা নিদর্শন সহ অসংখ্য নিরপরাধ মানুষের জীবন ধ্বংস করে দেওয়ার প্রস্তাব সেখানে পাস করাতে ট্রাম্প সাহেবের অসুবিধা হয়নি। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের এটাই আসল চেহারা। সমাজ-সভ্যতা ধ্বংসকারী এই ভয়ঙ্কর সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতার মুখে দাঁড়িয়ে আজ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতি বিশেষ ভাবে অনুভূত হচ্ছে। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবির থাকলে সাম্রাজ্যবাদ তার এই বীভৎস রূপ দেখানোর সাহস পেত না।

কিন্তু বর্বরতা শেষ কথা বলে না। তাই ইরানের উপর আমেরিকা-ইজরায়েলের বর্বর সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে দুনিয়া জুড়ে প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে। দেশে দেশে পথে নেমেছেন শান্তিপ্রিয় গণতন্ত্রপ্রেমী হাজার হাজার মানুষ। খোদ আমেরিকাতেই শহরে শহরে প্রতিদিন ব্যাপক বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন নাগরিকরা। যে ট্রাম্প ১৩ মাসের শাসনকালে অন্তত ৭টি দেশে হামলা চালিয়েছেন, তাঁর নিজের সন্তানকে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠানোর দাবি তুলেছেন বিক্ষোভকারীরা।

পথে নেমেছেন ভারতের মানুষও। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ভারতের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। অথচ ইরানে আমেরিকা-ইজরায়েলের সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের নিন্দা করে একটি বিবৃতিও দেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এমনকি ইরানের শীর্ষ নেতা খামেনেইয়ের বর্বর হত্যায় দুঃখপ্রকাশ করতেও বিজেপি সরকারের সময় লেগেছে দীর্ঘ পাঁচ দিন। শুধু তাই নয়, যখন ইরানে হামলা চালানোর ছক কষা চলছে, ঠিক সেই সময়ে ইজরায়েল সফরে গিয়ে সে দেশের সরকারের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী। বোঝা যায়, দিনে দিনে মার্কিন-ইজরায়েল সাম্রাজ্যবাদী অক্ষের দিকে আরও বেশি করে ঝুঁকছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এর নিন্দায় সরব হয়েছেন ভারতের যুদ্ধবিরোধী গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ। অবিলম্বে মার্কিন-ইজরায়েলি হামলা বন্ধ করে ইরানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার দাবিতে বিশ্ব জুড়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে শক্তিশালী করাই আজ সময়ের আহ্বান।

গ্যাসের দামবৃদ্ধির বোঝা

একের পাতার পর

সরকার দাবি করেছিল, দেশে ৩-৪ সপ্তাহের প্রয়োজনীয় পরিমাণ গ্যাস মজুত রয়েছে। তাই যদি সত্যি হয়, তবে সরকার এক সপ্তাহের মধ্যেই দাম বাড়াল কেন?

তা ছাড়া সরকার নাকি সরকারি-বেসরকারি সমস্ত তেল শোধনাগারগুলিকে সর্বোচ্চ মাত্রায় গ্যাস উৎপাদন বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে। উপরন্তু, আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী গ্যাস আসতে শুরু করেছে। তা হলে এ ভাবে অত্যন্ত তড়িঘড়ি করে গ্যাসের দাম বাড়ানো হল কেন? তবে কি আমেরিকার চাপের কাছে মাথা নিচু করে চড়া দামে গ্যাস আমদানির খরচ সামাল দিতেই এই দামবৃদ্ধি? নাকি যুদ্ধকে অজুহাত করে দেশের একচেটিয়া পুঁজির মালিকদের অতিরিক্ত মুনাফা লোটার সুযোগ করে দিতেই এই দামবৃদ্ধি? হিসাবে দেখা যাচ্ছে, দেশে গ্যাসের মোট সংযোগ ৩৩.৩ কোটি। এই বিপুল দামবৃদ্ধির ফলে সিলিন্ডার পিছু কোম্পানিগুলি প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত আদায় করবে।

স্বাভাবিক ভাবেই এই মূল্যবৃদ্ধি দেশ জুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। সর্বত্র প্রশ্ন উঠছে যে, আন্তর্জাতিক বাজারে গত কয়েক বছর ধরে যখন তেল-গ্যাসের দাম এমনকি তলানিতে পৌঁছেছে, তখনও সরকার দেশীয় বাজারে এই সব পণ্যের দাম কমায়নি। তখন সরকার বলেছিল, ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়লেও যাতে দেশীয় বাজারে জ্বালানি পণ্যের দাম বাড়াতে না হয় তাই এখন দাম কমানো হচ্ছে না। তা হলে এখন আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কিছুটা বাড়তেই সঙ্গে সঙ্গে সরকার এত দাম বাড়াল কেন? দীর্ঘ সময় ধরে যে কোম্পানিগুলি আন্তর্জাতিক বাজারে সস্তা দামের সুযোগে বিপুল মুনাফা করে এসেছে তাদের উপর এখন কেন সামান্য বোঝাটুকুও চাপানো হল না? তা ছাড়া প্রধানমন্ত্রী থেকে বিজেপির ছোট-বড় সব নেতাই উঠতে-বসতে বিশ্বের পঞ্চম শক্তিশালী অর্থনৈতিক শক্তি ভারত বলে যে গর্ব করেন, বাস্তবে তার কি এতটুকু মূল্যবৃদ্ধির ভার সহ্য করার ক্ষমতাটুকুও নেই? শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকার গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ বছরে বৃহৎ পুঁজিপতিদের ৬ লক্ষ কোটি টাকা ব্যাঙ্কঋণ হিসাবের খাতা থেকে মুছে দিয়েছে। সেই সরকার দেশের মূল্যবৃদ্ধি-বেকারি জর্জরিত সাধারণ মানুষের জন্য সামান্য ভরতুকিটুকু কোষাগার থেকে দেবে না কেন? প্রধানমন্ত্রী থেকে অন্য মন্ত্রী-আমলাদের বিদেশ সফর, অপব্যয়-বিলাসব্যসনের খরচ কমিয়ে জনসাধারণকে মূল্যবৃদ্ধির সঙ্কট থেকে কিছুটা সুরাহা কেন সরকার দিল না? তা হলে এই সরকার কাদের স্বার্থে চলছে— পুঁজিপতি না জনসাধারণ তা বুঝতে কারও অসুবিধা হয় কি?

হরমুজ প্রণালী দিয়ে ইরান তার বিরোধী দেশগুলির জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেওয়ায় ভারতের তেল-গ্যাসের জাহাজগুলিও আটকে পড়েছে। ইরান ভারতের বহু দিনের মিত্র। ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে আমেরিকা এবং ইজরায়েলকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে এমনকি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেনেই-এর হত্যার নিন্দা জানানো দূরের কথা, শোকপ্রকাশ করতেই ভারত সরকারের লেগে গেল প্রায় এক সপ্তাহ! তা-ও দেশের মানুষের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে সরকার নিয়মরক্ষার শোকপ্রকাশ করেছে। আসলে ভারতীয় একচেটিয়া মালিকদের জন্য আমেরিকা-ইজরায়েলের দস্যুবৃত্তির বখরা নিশ্চিত করতে ভারত সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দিকেই বেশি ঝুঁকে আছে। কারণ, মধ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজারে সাম্রাজ্যবাদী লুঠ চালানোর জন্য ভারতীয় পুঁজিপতিদের দরকার মার্কিন পুঁজিপতিদের হাত ধরা। ভারত সরকার দেশের জনগণের ভাল-মন্দ থেকে শুরু করে বিশ্বে ভারতের সাথে ঐতিহাসিক ভাবে মিত্র হিসাবে চলা দেশগুলির পাশে দাঁড়ানোর কর্তব্যকে জলাঞ্জলি দিল।

যুদ্ধ আরও কিছু দিন ধরে চললে হয়তো দেখা যাবে সরকার জ্বালানি তেলের দামও বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষায় অবিচল এই সরকারের জনগণকে দেওয়া কোনও প্রতিশ্রুতিই বিশ্বাসযোগ্য নয়। সে ক্ষেত্রে তেলের দামবৃদ্ধির অজুহাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের দাম বাড়বে এবং জনজীবনকে তা আরও দুর্বিষহ করে তুলবে। কিন্তু যুদ্ধবাজ শাসক ও পুঁজিপতিদের লুঠের ক্ষেত্র ভাগ-বাঁটোয়ারার মাঝে পড়ে সাধারণ মানুষের জীবন কেন আরও সঙ্কটগ্রস্ত হবে? সে জন্য গ্যাসের বর্ধিত দাম অবিলম্বে প্রত্যাহার, পর্যাপ্ত সরকারি ভরতুকি দিয়ে মূল্যবৃদ্ধির কোপ থেকে জনগণকে বাঁচানোর এবং কোনও অজুহাতেই তেলের দাম না বাড়ানোর দাবিতে দেশের মানুষকে সোচ্চার হতে হবে।

দেশে ও বিশ্বে বিপ্লবী দায়িত্ব পালনের মধ্যেই রয়েছে মহান লেনিনের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

লেনিন স্মরণদিবসে প্রভাস ঘোষ

বিশ্ব সর্বহারা শ্রেণির মহান শিক্ষক ও নেতা, বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও রাষ্ট্রের রূপকার কমরেড ভি আই লেনিনের ১০২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গত ২১ জানুয়ারি উত্তর কলকাতার বীরেন্দ্র মঞ্চে একটি সভার আয়োজন করেছিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। সভাপতিত্ব করেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়। বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। সে দিনের আলোচনাটি দু'টি ভাগে আমরা প্রকাশ করছি। প্রকাশের আগে কমরেড প্রভাস ঘোষ সেটি সম্পাদনা ও পরিমার্জনা করে দিয়েছেন। এ বার শেষাংশ।

সর্বহারা একনায়কত্ব প্রসঙ্গে

রাশিয়ায় তখন দু'টি শক্তি বা পাওয়ার কাজ করছিল। এক দিকে বুর্জোয়া প্রভিশনাল গভর্নমেন্ট, অন্য দিকে সশস্ত্র সোভিয়েত পাওয়ার, যেখানে বলশেভিকরা সংখ্যালঘু। এই ভাবে ডুয়াল পাওয়ার বা দ্বৈত শক্তি গড়ে উঠেছিল। মেনশেভিকরা চাইছে সোভিয়েতগুলি সমস্ত ক্ষমতা প্রভিশনাল সরকারের হাতে তুলে দিক এবং সোভিয়েতগুলি ভেঙে দিক, আর লেনিন দাবি করলেন সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা দিতে হবে। তিনি প্রথমে নিজের দল বলশেভিক পার্টিতে ব্যাপক আলোচনা করে দলে ঐকমত্য গড়ে তুললেন। তারপর বলশেভিক দলের নেতা-কর্মীরা শ্রমিকদের মধ্যে, সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ও সোভিয়েতগুলিতে ব্যাপক আলোচনা, তর্কবিতর্ক করে মেনশেভিক ও সোসালিস্ট রেভোলিউশনারিদের শেষ পর্যন্ত কয়েক মাসের মধ্যে পরাস্ত করে সংখ্যাগরিষ্ঠ হল এবং নভেম্বরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করল। সেই সময়ে লেনিন যদি এই বৈপ্লবিক পরিস্থিতির তাৎপর্য বুঝে বিপ্লবের উদ্যোগ না নিতেন, তা হলে ইতিহাসে নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পাওয়া যেত না। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতারা সশস্ত্র বিপ্লবের বিরোধিতা করে বলেন, পার্লামেন্টের ভোটের মাধ্যমেই তো সমাজতন্ত্র কায়েম হতে পারে। লেনিন বলেন, প্রতি পাঁচ বছর ছ'বছর অন্তর কারা পুঁজিবাদের চাকর হিসাবে কাজ করবে পার্লামেন্টারি নির্বাচনের দ্বারা সেটাই ঠিক হয়। বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণির লড়াই হচ্ছে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। আমলাতন্ত্র, সামরিক শক্তি, বিচারব্যবস্থা— এই তিনটি স্তম্ভ নিয়ে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। ভোটের দ্বারা এগুলির পরিবর্তন হয় না। ভোটের দ্বারা যে রাষ্ট্রের পরিবর্তন হয় না, প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতা থেকে মার্ক্স নিজেই উল্লেখ করে বলেছেন, রেডিমেড অর্থাৎ আগে থেকে তৈরি হয়ে থাকা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র উচ্ছেদ করে শ্রমিকদের নিজস্ব রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সঙ্গে মতাদর্শগত সংগ্রাম করে লেনিন এই তত্ত্বের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দেখান, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করতে হবে। ওরা বলল, শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিপ্লব হবে। লেনিন বললেন, শান্তিপূর্ণ উপায়ে হতে পারে না। রাষ্ট্র সশস্ত্র, তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই করতে হবে। এই সমস্ত তত্ত্বগত প্রশ্নগুলি নিয়ে লেনিন তখন মেনশেভিক ও কাউটস্কিদের ফাইট করেন।

কাউটস্কি, প্লেখানভদের সাথে ডিকটেটরশিপ অফ দি প্রলেটারিয়েট অর্থাৎ সর্বহারা একনায়কত্ব প্রশ্নেও লেনিনের তীব্র মতভেদ হয়। তাঁরা বললেন, এতে গণতন্ত্র থাকবে না। লেনিন দেখালেন, মার্ক্সই বলে গেছেন, পুঁজিবাদ থেকে

সাম্যবাদে পৌঁছবার অন্তর্বর্তী স্তরে সর্বহারা একনায়কত্ব থাকবে। লেনিন আরও বললেন, বুর্জোয়া গণতন্ত্রও বাস্তবে বুর্জোয়া একনায়কতন্ত্র। যে হেতু পুঁজিবাদ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তার শক্তি দশগুণ বেড়ে যায়, প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র চলতে থাকে এবং বাইরের পুঁজিপতিদের সাথে প্রতিবিপ্লবীদের যোগাযোগ থাকে, অসংখ্য ক্ষুদ্র পুঁজি উচ্ছেদ করা যায় না এবং এ সব থেকে প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায়, প্রতি মিনিটে পুঁজিবাদ জন্ম নেয়। তাই সর্বহারা একনায়কত্ব প্রয়োজন। আবার এটা সর্বহারা শ্রেণির স্বার্থে গণতন্ত্র।

রাশিয়ায় বিপ্লব সফল হওয়ার পর আতঙ্কিত হয়ে ১৬টি সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী রাষ্ট্র একযোগে রাশিয়াকে আক্রমণ করে, দেশের অভ্যন্তরে ক্ষমতাচ্যুত পুঁজিপতিরাও নানা স্থানে বিদ্রোহ করে। এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণি, বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী ও কৃষকরা বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালিয়ে এই সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ও প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র পরাস্ত করে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শ্রমিকরাও আন্তর্জাতিকতাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্বের প্রথম শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্রের পক্ষে দাঁড়ায়। যার ফলে সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হয়। বিপ্লবের প্রস্তুতিতে, বিদেশি আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষেত্রে এবং প্রতিবিপ্লব দমনে লেনিনের নেতৃত্বে স্ট্যালিনের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য ছিল। এর পর প্রথম মহাযুদ্ধ-পরবর্তী দেশের তীব্র আর্থিক সঙ্কট মোকাবিলায় লেনিন প্রথমে 'ওয়ার কমিউনিজম' ও পরে 'নিউ ইকনমিক পলিসি' চালু করেন। এই পর্যায় শেষ হওয়ার পর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গঠনের ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়।

লেনিন আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বগত অবদান রেখেছেন। তার অন্যতম হচ্ছে, কী ভাবে আধুনিক জাতি গড়ে ওঠে। তিনি দেখিয়েছেন, জাতীয় বুর্জোয়ার অভ্যুত্থানকে ভিত্তি করে জাতীয় বাজার, জাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে আধুনিক জাতিগুলি গড়ে উঠেছে। জার সাম্রাজ্যের অধীনস্থ জাতিগুলির স্বাধীনতার পক্ষেও তিনি বক্তব্য রাখেন। তিনি এ কথাও বলেন যে, বুর্জোয়ারা নেতৃত্বে থাকলেও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণি ও শ্রমিক শ্রেণির দলকে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা আন্দোলনকে সাহায্য করতে হবে, আবার একই সাথে সেই সব দেশে আলাদা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে।

শ্রমিক শ্রেণির দল গঠনে পথনির্দেশ

লেনিনের আর একটা ঐতিহাসিক অবদান হল, কী ভাবে শ্রমিক শ্রেণির দল গড়ে উঠবে তার পথনির্দেশ দেওয়া এবং তিনিই প্রথম শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী দল গড়ে তোলেন। সর্বহারা শ্রেণির দল কী ভাবে গড়ে উঠবে মার্ক্স-এঙ্গেলস তা দেখিয়ে যাননি। তখন তার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয়নি। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত দলগুলি ঢিলেঢালা ধরনের ছিল। এক মানুষের দেহের মতো মনোলিথিক পার্টি, সুশৃঙ্খল পার্টি গড়ে তোলার রাস্তা লেনিনই দেখিয়েছেন। প্রথম দিকে লেনিন যে 'লিগ অফ স্ট্রাগল ফর দি ইমানসিপেশন অফ দি ওয়ার্কিং ক্লাস' গড়ে তুলেছিলেন— যাকে বলেছিলেন, এটি দল গঠনের ভ্রূণাবস্থা অর্থাৎ এমব্রায়োনিক স্টেজ, পরবর্তী কালে এটাকে তিনি তত্ত্বগত প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক উন্নত করলেন।

লেনিন বলেছেন, বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লবী দল গড়ে উঠতে পারে না। কমরেড শিবদাস ঘোষ যেটাকে বিস্তারিত করে বললেন, এই বিপ্লবী তত্ত্ব শুধু একটা দেশের বিপ্লবের স্তর (স্টেজ অফ রেভোলিউশন) নির্ধারণ নয়। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে— অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হোক, রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক ক্ষেত্রে হোক, স্নেহ মায়া মমতা সহ সমস্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রেই মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে, সবটা নিয়ে হবে বিপ্লবী তত্ত্ব। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, লেনিনের শিক্ষাকে এই ভাবে আমাদের বুঝতে হবে। লেনিন বলেছেন, আলাদা আলাদা কিছু বিচ্ছিন্ন গ্রুপ হঠাৎ মিটিং করে বা একটা প্রস্তাব পাশ করে একটা শ্রমিক শ্রেণির পার্টি গড়ে তুলতে পারে না। দল গঠনে যাঁরা এগিয়ে এসেছেন তাঁদের সকলের চিন্তার ঐক্য চাই। চিন্তার ঐক্য গড়ে তুলতে হলে কার কী চিন্তা খোলাখুলি রাখতে হবে এবং তার ভিত্তিতে কারটা ঠিক, কারটা ভুল, তা নিয়ে মতবাদিক সংগ্রাম করতে হবে। এই ভাবে একটা পার্টি গড়ে তুলতে হবে।

লেনিন বলেছেন, বিপ্লবী দলে প্রফেশনাল রেভোলিউশনারি চাই। প্রফেশনাল রেভোলিউশনারি মানে এমন ধরনের বিপ্লবী কর্মী, বিপ্লবী সংগঠনের কাজই যাদের একমাত্র কাজ। পরবর্তীকালে এই ধারণাকে কমরেড শিবদাস ঘোষ আরও বিকশিত করে বললেন, প্রফেশনাল রেভোলিউশনারি মানে বিপ্লবের স্বার্থে যারা শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিসর্জন দিয়েছে তাই নয়, ব্যক্তিসম্পত্তিজাত মানসিকতা, যাকে প্রাইভেট প্রপার্টি মেন্টাল কমপ্লেক্স বলে, তা থেকে মুক্ত হয়ে— বিপ্লবের স্বার্থই আমার স্বার্থ, শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থই আমার স্বার্থ, বিপ্লবী দলের স্বার্থই আমার স্বার্থ— এ ভাবে একাত্ম হতে পেরেছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ আজকের যুগের পরিপ্রেক্ষিতে লেনিনের এই চিন্তার আরও বিকাশ ঘটিয়েছেন।

কমিউনিস্ট পার্টি
শ্রমিক শ্রেণির অগ্রগামী বাহিনী

লেনিন বলেছেন, পার্টি হবে অগ্রগামী বাহিনী বা ভ্যানগার্ড। ট্রেড ইউনিয়ন আর পার্টি এক নয়। বললেন, ট্রেড ইউনিয়নের কাজ হচ্ছে মালিকের কাছে মজুরি বাড়ানোর দাবি তোলা, অতিরিক্ত কাজের সময় কমানো ও শ্রমিকের স্বার্থে নানা আইন-কানুনের জন্য লড়াই গড়ে তোলা। লেনিনের বক্তব্য, ট্রেড ইউনিয়নিজম উইদাউট রেভোলিউশনারি পলিটিক্স ইজ এ বুর্জোয়া পলিটিক্স। অর্থাৎ বিপ্লবী রাজনীতি বাদ দিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন হচ্ছে বুর্জোয়া রাজনীতি। ফলে ট্রেড ইউনিয়ন থেকে বিপ্লবী চেতনা আসবে না। লেনিন বললেন, ট্রেড ইউনিয়ন থাকবে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি হল শ্রমিক শ্রেণির ভ্যানগার্ড ডিটাচমেন্ট। মানে শ্রমিক শ্রেণির অগ্রগামী বাহিনী। এই বাহিনীর কাজ শ্রমিক শ্রেণিকে বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়া। শ্রমিক শ্রেণি শুধু ট্রেড ইউনিয়ন করে বিপ্লবী রাজনীতি বুঝবে না। শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে বিপ্লবী রাজনীতি নিয়ে যাবে বিপ্লবী শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা। কারণ মার্ক্সবাদ ও বিপ্লবের তত্ত্বটাই এসেছে দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতির নানা তত্ত্বকে ভিত্তি করে। ফলে বিপ্লবের তত্ত্ব ডাজ নট কাম ফ্রম উইদিন, শ্রমিকের দৈনন্দিন দাবিদাওয়া নিয়ে সংগ্রামের ভিতর থেকে বিপ্লবী তত্ত্ব আসবে না। ইট কামস ফ্রম উইদাউট। অর্থাৎ বাইরে থেকে এটা শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। কারা নিয়ে যাবে? যারা পেটিবুর্জোয়া জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শ্রমিক-বিপ্লবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে, এই রকম বুদ্ধিজীবীরাই নিয়ে যাবে। আর শ্রমিকদের বিভিন্ন সংগঠনের ভ্যানগার্ড ডিটাচমেন্ট হবে পার্টি।

কমিউনিস্ট পার্টিতে কাজ করে যৌথ নেতৃত্ব

লেনিন বলেছেন, সর্বহারা বিপ্লবী দল গড়ে উঠবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকরণ বা ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজমের ভিত্তিতে এবং এটা গড়ে উঠবে প্রোলেটারিয়ান ডেমোক্রেসি ও সেন্ট্রালাইজেশনের সংমিশ্রণে, অর্থাৎ সর্বহারা গণতন্ত্র ও কেন্দ্রিকরণের সংমিশ্রণের ভিত্তিতে। বলেছেন, এই সংমিশ্রণ হবে সমগ্র দলের কনস্ট্যান্ট কমন অ্যাক্টিভিটি, কনস্ট্যান্ট কমন স্ট্রাগলের ভিত্তিতে। এটা ফর্মাল বা যান্ত্রিক হবে

ছয়ের পাতায় দেখুন

হলদিয়ায় দলের অফিস উদ্বোধন

পূর্ব মেদিনীপুরে হলদিয়ার চৈতন্যপুরে এসইউসিআই(সি) অফিসের উদ্বোধন হয় ৪ মার্চ। উদ্বোধন করেন ঘাটশিলার মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা

অনুশীলন কেন্দ্রের অন্যতম ইনচার্জ মলয় বসু। উপস্থিত ছিলেন দলের পলিটবুরো সদস্য সৌমেন বসু, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মানব বেরা, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অনুরূপা দাস, অমল মাইতি, নন্দ পাত্র ও পূর্ব মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক প্রণব মাইতি। রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদিতে মাল্যদানের মাধ্যমে অফিস উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুরু হয়। সৌমেন বসু কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্য বলেন, বিপ্লবীদের কাছে অফিস কেবল মিটিং করা বা আশ্রয়স্থল নয়, এই অফিস যেন এই এলাকার গণআন্দোলন ও বিপ্লবী আদর্শচর্চার কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠে। সভায় আমেরিকা-ইজরায়েল চক্রের ইরান আক্রমণের নিন্দা করা হয়। বেকারত্ব, সাম্প্রদায়িকতা, মূল্যবৃদ্ধি, এসআইআর-এ ৬৩ লক্ষ বৈধ ভোটারের নাম বিচারাধীন রাখার তীব্র ধিক্কার জানানো হয়।

কেন্দ্র-রাজ্যের সব শূন্যপদে নিয়োগের দাবি যুবদের

যুব জীবনের উপর নেমে আসা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমস্ত নীতির বিরুদ্ধে এআইডিওয়াইও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে ৫ মার্চ কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় যুব বিক্ষোভ মিছিল ও গণস্বাক্ষর নিয়ে রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন কর্মসূচি। সমস্ত বেকারের কাজ, সরকারি ক্ষেত্রকে বেসরকারিকরণের করার প্রতিবাদে, সরকারি শূন্যপদে স্বচ্ছতার সাথে স্থায়ী নিয়োগের দাবিতে, এসআইআর-এ বাদ যাওয়া ও 'বিচারাধীন' সমস্ত প্রকৃত ভোটারদের ভোটাধিকার দেওয়ার দাবিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের গণস্বাক্ষর নিয়ে রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মলয় পাল এবং বিভিন্ন জেলা নেতৃবৃন্দ। সভা সঞ্চালনা করেন রাজ্য কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় সভাপতি নিরঞ্জন নস্কর, রাজ্য সভাপতি অঞ্জন মুখার্জী এবং সর্বভারতীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য চঞ্চল ঘোষ। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মিছিল এসপ্ল্যানেডে পৌঁছলে সেখানে সংক্ষিপ্ত সভা হয়। রাজ্য সহ সভাপতি সুপ্রিয় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে পাঁচজনের প্রতিনিধি দল গণস্বাক্ষর নিয়ে রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন দেন। বক্তব্য রাখেন সর্বভারতীয় সভাপতি নিরঞ্জন নস্কর।

ঝাড়গ্রামে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের মিছিল ও বিক্ষোভ

সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির ঝাড়গ্রাম জেলা শাখার পক্ষ থেকে ৫ মার্চ ঝাড়গ্রাম স্টেশন ম্যানেজার এবং ডিভিশনাল ম্যানেজারের কাছে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আট দফা দাবিতে বিক্ষোভ ডেপুটেশনের কর্মসূচি হয়। ডেপুটেশনে ডিভিশনাল ম্যানেজার এবং স্টেশন ম্যানেজার গ্রাহকদের সমস্যাগুলি শুনে দাবি কার্যকর করার পদক্ষেপ নেবেন বলে আশ্বাস দেন। বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষে প্রদীপ দাস।

ভাতা বাড়ানোর দাবিতে প্রতিবন্ধী ঐক্য মঞ্চের বিক্ষোভ

গত ১৫ বছরে নিত্যব্যবহার্য জিনিসের দাম লাফিয়ে বেড়েছে। অথচ শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী মানুষদের বেঁচে থাকার জন্য সরকারি ভাতা গত ১৫ বছরে এক পয়সাও বাড়ানো হল না! প্রতিবন্ধীরা শারীরিক নানা সমস্যা নিয়ে কলকাতার রাজপথে মিছিল করলেও বধির সরকারের কানে তার আওয়াজ পৌঁছয় না। ৫ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ প্রতিবন্ধী ঐক্য মঞ্চের আহ্বানে কলকাতার রাসবিহারী মোড়ে ৩০০-রও বেশি প্রতিবন্ধী মানুষ জড়ো হন।

অভিযোগ, অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও প্রতিবন্ধীদের 'মানবিক ভাতা' গত ১৫ বছর ধরে মাত্র ১০০০ টাকাই রাখা হয়েছে। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটি খোলা চিঠি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করেন।

আগে জানানো সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী বা ক্যাবিনেটের কোনও মন্ত্রী আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দেখা করার বা তাঁদের কথা শোনার সৌজন্যটুকুও দেখাননি। প্রশাসনের এই চরম উদাসীনতায় ক্ষুব্ধ আন্দোলনকারীরা রাসবিহারী মোড় এক ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন।

পরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, ৮ মার্চ মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে কোনও উচ্চপদস্থ আধিকারিক আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন। সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক সৈকত কর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, দাবি পূরণ না হলে জোরালো আন্দোলন সংগঠিত হবে।

পূর্ব মেদিনীপুরে ডিআই দফতর অভিযান ছাত্রদের

উচ্চমাধ্যমিকে সেমেস্টার সিস্টেম বাতিল, সকল শূন্যপদে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগ, রাজ্যের ৮,২০৭টি সরকারি স্কুল বন্ধের ষড়যন্ত্র বাতিল, স্কুলগুলিকে কম্পোজিট গ্রান্টের টাকা প্রদান,

সরকার নির্ধারিত ভর্তি ফি-র বাড়তি ফি প্রত্যাহার, স্নাতক স্তরে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স বাতিল, জেলার স্কুলগুলিতে এবং মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর উন্নতি, শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সহ বিভিন্ন দাবিতে ৬ মার্চ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ডিআই দফতর অভিযান করে এআইডিএসও।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তনুশ্রী বেজ, পূর্ব মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলা সম্পাদিকা নিরুপমা বক্সি, জেলা সভাপতি শুভজিৎ অধিকারী সহ অন্যান্য জেলা নেতৃবৃন্দ।

দ্বন্দ্বমূলক
ও
ঐতিহাসিক
বস্তুবাদ
জে ভি স্ট্যালিন

সংগ্রহ করুন

এস আই আর ঃ বিক্ষোভ জেলায় জেলায়

এস আই আর-এর মাধ্যমে ৬০ লক্ষের বেশি ভোটারকে বিচারাধীন করার প্রতিবাদে ২ মার্চ মুর্শিদাবাদে এস ইউ সি আই (সি) জঙ্গিপুর সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে এসডিও অফিসে বিক্ষোভ হয়। পুলিশ বাধা দিলে বিক্ষোভকারীদের সাথে ধস্তাধস্তি হয়।

বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সামিরুদ্দিন, জেলা কমিটির সদস্য মির্জা নাসিরুদ্দিন, অনুপ সিংহ সহ অন্য নেতৃবৃন্দ। তাঁরা বলেন, বিচারাধীন ভোটারদের চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম না তুলে ভোট ঘোষণা করা চলবে না। একই কর্মসূচিতে রাজ্যের অন্য জেলাগুলিতেও দলের উদ্যোগে বিক্ষোভ হয়।

জঙ্গিপুর এসডিও দফতরে বিক্ষোভ

রামপুরহাটে বিক্ষোভ

সিউড়িতে বিক্ষোভ

শ্রীলঙ্কায় ফ্রন্টলাইন সোসালিস্ট পার্টির জাতীয় কনভেনশনে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে

‘শ্রেণিকে শক্তিশালী করতে শ্রেণি দলকে শক্তিশালী করো’ এই আহ্বানে শ্রীলঙ্কার মার্ক্সবাদী দল ফ্রন্টলাইন সোসালিস্ট পার্টি (এফএলএসপি)-র চতুর্থ জাতীয় কনভেনশনে এসইউসিআই(সি) -র দুই সদস্যের প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে।

১ মার্চ শ্রীলঙ্কার বামপন্থী ছাত্র-যুব কর্মী এবং আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে যুদ্ধবিরোধী একটি সুসজ্জিত মিছিলের পর

কমরেড কুমার গুণরত্নের হাতে দলের পতাকা এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের উদ্ধৃতি সম্বলিত ছবি তুলে দিচ্ছেন কমরেড সুভাষ দাশগুপ্ত

কলম্বোর সুগতাদাসা ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত কনভেনশনের প্রকাশ্য অধিবেশনের শুরুতে বক্তব্য রাখেন ফ্রন্টলাইন সোসালিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড কুমার গুণরত্ন। তিনি দেশ-বিদেশের আমন্ত্রিত বামপন্থী প্রতিনিধিদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর বক্তব্যে, ‘বিপ্লবী গণআন্দোলন গড়ে তোলার অপরিহার্য অংশ হিসেবে জনতার রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়ার লক্ষ্যে জনগণের কমিটি ‘পিপলস কাউন্সিল’ গড়ে তোলার ডাক দেন। বিপ্লবী দলে ‘প্রফেশনাল রেভলিউশনারি’র প্রয়োজনীয়তা এবং দলের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের সর্বহারা সংস্কৃতি অর্জনের অপরিহার্য সংগ্রামকে স্মরণ করার কথা বলেন।’

এস ইউ সি আই (সি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও প্রতিনিধি দলের নেতা কমরেড সুভাষ দাশগুপ্ত ভারতবর্ষের সংগ্রামী জনগণ এবং এসইউসিআই(সি)-র পক্ষ থেকে শ্রীলঙ্কার মেহনতি জনগণ ও তাদের অগ্রণী বাহিনী ফ্রন্টলাইন সোসালিস্ট পার্টিকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, বর্তমান সময় বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ সভ্যতাকে এক নজিরবিহীন সংকটের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। আপনাদের মতো আমাদের দেশেও আমাদের দলকে ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছে। বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা তুলে ধরে কমরেড দাশগুপ্ত বলেন, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সত্যিকারের বামপন্থী ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলির উপরে বিপুল দায়িত্ব এসে পড়েছে। এ দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত হয়ে উঠতে হলে, তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম দ্বারা কমিউনিস্ট চরিত্র, কমিউনিস্ট সংস্কৃতি এবং কমিউনিস্ট জীবন ধারার ভিত্তিতে বিপ্লবী দলের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি এখন সময়ের আহ্বান। যথার্থ বিপ্লবী দলের নেতা-কর্মীদের সংগ্রাম উপযুক্ত সর্বহারা সাংস্কৃতিক মান অর্জনের সংগ্রামকে এড়িয়ে গিয়ে সম্ভব নয়।

৫ সহস্রাধিক মানুষের বিপুল জমায়েতের মধ্যে দাঁড়িয়ে কমরেড দাশগুপ্ত যখন তুলে ধরেছেন মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য শিক্ষা, ‘শুধু বিপ্লব চাই, এটা কোনও বিপ্লবী চেতনা নয়, সঠিক বিপ্লবী চেতনা হল, সঠিক সর্বহারা শ্রেণি চেতনা, আর সঠিক সর্বহারা শ্রেণি চেতনা হল, সঠিক সর্বহারা পার্টি চেতনা’— সারা স্টেডিয়ামে তখন পিনপতন নীরবতা। গভীর আগ্রহে তাঁরা এস ইউ সি আই (সি) দলের বক্তব্য অনুধাবন করার চেষ্টা করছেন। তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত বক্তব্যের যেন সন্ধান তাঁরা পাচ্ছেন কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায়। বক্তব্যের শেষে দলের পক্ষ থেকে ফ্রন্টলাইন সোসালিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক এবং শ্রীলঙ্কার বিশিষ্ট বামপন্থী নেতা কমরেড কুমার গুণরত্নের হাতে মহান রক্তপতাকা এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের ছবি ও উদ্ধৃতি সম্বলিত একটি স্মারক ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্কের প্রতীক হিসেবে তুলে দেওয়া হয়।

কমরেড কুমার গুণরত্ন এক হাতে কমরেড শিবদাস ঘোষের ছবি ও উদ্ধৃতি-স্মারক এবং অন্য হাতে কমরেড সুভাষ দাশগুপ্তর সাথে রক্তপতাকা তুলে ধরলে সারা স্টেডিয়াম গভীর আবেগ এবং বিপুল করতালির মধ্য দিয়ে তাঁদের অভিনন্দিত করে।

৩ এবং ৪ মার্চ আন্তর্জাতিক সেমিনারে এস ইউ সি আই (সি) -র বক্তব্য উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

ভারতীয় উপমহাদেশের ভারত, বাংলাদেশ, নেপালের পাশাপাশি ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন বামপন্থী দল ও সংগঠন কনভেনশনে উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য রাখেন। জার্মানির এমএলপিডি, তুরস্কের এমএলকেপি, বাংলাদেশের বাসদ (মার্ক্সবাদী), আর্জেন্টিনার রেভলিউশনারি কমিউনিস্ট পার্টি, ইতালির লোট্টা কমিউনিস্টা ও শ্রীলঙ্কার নিউ ডেমোক্রেটিক মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট পার্টি। বাসদ (মার্ক্সবাদী)-র কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা কমরেড জয়দীপ ভট্টাচার্যের বক্তব্য শ্রোতাদের মনে দাগ কাটে, বিশেষ করে যখন তিনি বলেন যে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা তাঁদের পার্টি গঠনে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে।

দক্ষিণ এশিয়ার বামপন্থী রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কনভেনশন সিংহলী, তামিল এবং ইংরেজি ভাষায় ‘ইন্টারন্যাশনাল’ গানের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

বিনপুরে প্রতিরোধ আন্দোলনে নাগরিকরা

ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর গ্রামীণ হাসপাতালের অব্যবস্থা-অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের বিরুদ্ধে, চিকিৎসা সহ সামগ্রিক পরিকাঠামোর উন্নয়নের দাবিতে ৫ মার্চ বিনপুর নাগরিক প্রতিরোধ কমিটির নেতৃত্বে বিএমওএইচ-এর কাছে এলাকার শতাধিক নাগরিকের উপস্থিতিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন সভাপতি বটকৃষ্ণ মাইতি, সহ-সভাপতি শিবপ্রসাদ মণ্ডল, অন্যতম সদস্য সৌমেন মাইতি। সভাপতির নেতৃত্বে পাঁচজনের প্রতিনিধিদল বিএমওএইচ-এর কাছে ১০ দফার দাবিপত্র তুলে ধরেন। বিএমওএইচ দাবিগুলির যৌক্তিকতা মেনে বেশ কয়েকটি যেমন বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, শৌচালয় প্রতিদিন পরিষ্কার এবং সংখ্যাবৃদ্ধি, পুষ্টিকর খাবার রোগীদের কাছে পৌঁছানো, হাসপাতাল চত্বর নিয়মিত পরিষ্কার করা, স্পেশালিস্ট ডাক্তার আনার দাবি পূরণে সচেষ্ট হবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। এ ছাড়াও ‘ফেয়ার প্রাইস’ ওষুধ দোকানের প্রতিশ্রুতি দেন।

স্ট্যালিন স্মরণ

৫ মার্চ স্ট্যালিন স্মরণ দিবসে কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় অফিসে মহান নেতার ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ

আলুর সহায়ক মূল্য ১২ টাকা কেজি করার দাবি কৃষকদের

১২ টাকা কেজি দরে আলুর সহায়ক মূল্য ঘোষণা করে সরকারকে চাষিদের কাছ থেকে উৎপাদিত সমস্ত আলু কেনার দাবিতে ৫ মার্চ বর্ধমানের কার্জন গেটে আলু ফেলে বিক্ষোভ দেখায় কৃষি ও কৃষক বাঁচাও কমিটি, কৃষক ঐক্য মঞ্চ, কৃষক কল্যাণ সমিতি, অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠন। কৃষি ও কৃষক বাঁচাও

কমিটির জেলা সম্পাদক অনিরুদ্ধ কুণ্ডু বলেন, এই সময় আলু ওঠা শুরু হয়েছে। চাষিরা আলুর দাম না পেয়ে চরম বিপাকে পড়েছে। সরকার ৯.৫০ টাকা কেজি দরে আলু কেনার কথা ঘোষণা করলেও সরকারি উদ্যোগে এখনও কেনা শুরু করেনি। মাঠ থেকে ৫০ কেজির আলুর বস্তা ২০০-২৩০ টাকায় ফড়েদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন চাষিরা। আলু চাষে খরচ হয় বিঘা প্রতি কম-বেশি ৩৬ হাজার টাকা। কিন্তু সরকার যা দাম ঘোষণা করেছে তাতে বিঘা প্রতি ২৬-২৭ হাজার টাকা পাবেন চাষিরা। ফলে চাষিদের ক্ষতির মুখে পড়তে হবে। চাষিরা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়বেন। তার ওপর বস্তার দাম প্রায় ১৫-১৭ টাকা হয়ে গেছে। হিমঘরে সংরক্ষণ করার খরচ বেড়েছে। সব মিলিয়ে সরকার যা আলুর সহায়ক মূল্য ঘোষণা করেছে চাষিদের বিঘা প্রতি প্রায় ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা লোকসান হচ্ছে। আবার সার, বীজ, কীটনাশকের দাম যত দিন যাচ্ছে বাড়ছে। তার উপর চাষের শুরুতে বীজ ও সার নিয়ে চলেছে কালোবাজারি, যা এখনও চলছে। ফলে চাষের খরচ এমনিতেই বহুগুণ বেড়ে গেছে। তার ওপর প্রতি বছরেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে চাষে ক্ষতি হচ্ছে। ঠিকমতো বিমার টাকা পান না চাষিরা। তাই প্রায় প্রতি বছরই আলু চাষিরা আত্মহত্যা করছেন।

এ ছাড়াও বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠনের জেলা সম্পাদক মোজাম্মেল হক, কৃষক ঐক্য মঞ্চের সভাপতি উৎপল রায়, কৃষক কল্যাণ সমিতির সভাপতি সদানন্দ মণ্ডল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। আলু চাষিদের দাবি সম্বলিত দাবিপত্র গণস্বাক্ষর করে কৃষিমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হচ্ছে বলে সংগঠকরা জানান।

চাষিদের দাবি, সরকারকে ১২ টাকা কেজি দরে আলু কিনতে হবে এবং বস্তার দাম বৃদ্ধি করা চলবে না।

বুর্জোয়া শ্রেণির শক্তি ও দুর্বলতা কোথায় বিপ্লবীদের তা জানতে হবে

তিনের পাতার পর

না, যা আমলাতন্ত্রের জন্ম দিয়ে কর্মীদের উপর কর্তৃত্ব করে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা থাকলে দলে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও নেতৃত্ব দখলের মানসিকতা থাকবে না। আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব গড়ে উঠলে পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসাবে দলে শৃঙ্খলাবিরোধী মানসিকতা ও অ্যানার্কিজম বা নৈরাজ্য গড়ে উঠবে। লেনিনের এই শিক্ষাগুলিকে ভিত্তি করে দল গড়ে তুলতে গিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ এগুলিকে আরও বিকশিত, সমৃদ্ধ ও উন্নত করেছেন। তিনি বলেছেন, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে ভিত্তি করে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইত্যাদি এবং ব্যক্তিজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে, তা নিয়ে একটা সর্বব্যাপক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটি চিন্তার ঐক্য অর্থাৎ আদর্শগত কেন্দ্রিকরণ বা ইডিওলজিক্যাল সেন্ট্রালিজম গড়ে তুলতে হবে। যারা মার্ক্সবাদী দল গড়ে তুলতে উদ্যোগী তাদের এই লড়াইটা করতে হবে। এই লড়াই করতে করতে যখন তাদের মধ্যে জীবনের সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করে চিন্তার একটা ঐক্য গড়ে উঠবে এবং এই চিন্তা সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে যখন একজন ব্যক্তির চিন্তার মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হবে, তিনি হবেন আদর্শগত ঐক্যের মূর্ত প্রতীক। যেমন মার্ক্স-এঙ্গেলস-এর পরবর্তীকালে লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুংয়ের অভ্যুত্থান ঘটেছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন ফর্মাল ডেমোক্রেসি বা বুর্জোয়া গণতন্ত্র যে হেতু ব্যক্তি মালিকানার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, সেখানে গণতন্ত্রের নামে এক বা একাধিক ব্যক্তির নেতৃত্ব কাজ করে। আর সর্বহারা গণতন্ত্র হচ্ছে যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠার লড়াই, তাই এই নেতৃত্ব যৌথ নেতৃত্ব বা কালেকটিভ লিডারশিপ। এই চিন্তার ঐক্যের মূর্ত রূপ কোনও একজন ব্যক্তির মধ্য দিয়ে যখন ব্যক্ত হচ্ছে, তা হচ্ছে কালেক্টিভ লিডারশিপের কংক্রিট রূপ। এই আদর্শগত কেন্দ্রীকরণ গড়ে উঠছে মানে ওয়ান প্রসেস অফ থিঙ্কিং (সম চিন্তাপদ্ধতি), ইউনিফর্মিটি অফ থিঙ্কিং (সমচিন্তা), ওয়াননেস ইন অ্যাপ্রোচ (সম উদ্দেশ্যমুখিনতা) এবং সিঙ্গলনেস অফ পারপাস (সম উদ্দেশ্য) গড়ে উঠেছে। আদর্শগত কেন্দ্রিকরণ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় সর্বহারা গণতন্ত্রও গড়ে উঠবে। আদর্শগত কেন্দ্রিকরণকে ভিত্তি করে নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত পার্টি সংগঠন গড়ে উঠবে— এটাই হল সাংগঠনিক কেন্দ্রিকরণ। আদর্শগত কেন্দ্রিকরণ আর সাংগঠনিক কেন্দ্রিকরণ— কমরেড শিবদাস ঘোষ এই ভাবে ভাগ করে দেখালেন। লেনিনের শিক্ষাকে ভিত্তি করে এই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আদর্শগত কেন্দ্রিকরণকে আরও উন্নত রূপে উপস্থিত করলেন, যার ভিত্তিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) গড়ে উঠেছে।

বুর্জোয়ারা কী ভাবে জনগণকে বিভ্রান্ত করে একজন মার্ক্সবাদী বিপ্লবীকে তা ধরতে হবে

লেনিনের আরও কয়েকটি শিক্ষা রয়েছে যেগুলি আমাদের ক্ষেত্রে আজও প্রযোজ্য। লেনিন বলেছেন, বিপ্লবী যে হবে সে যখনই কোনও অন্যায় দেখবে, অত্যাচার দেখবে, তার প্রতিবাদ করবে। লেনিন বলেছেন, একজন মার্ক্সবাদী বিপ্লবী দেশের মধ্যে যা কিছু ঘটনা ঘটছে— যে কোনও ধরনের রাজনৈতিক ঘটনা— সেই ঘটনায় কোন শ্রেণি কী ভূমিকা নিচ্ছে, সেই শ্রেণির রাজনৈতিক, নৈতিক ভূমিকা কী, এটাও মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করবে। একজন বিপ্লবীকে একটা বিশেষ সময়ে বুর্জোয়া শ্রেণির সামাজিক-রাজনৈতিক ভূমিকা কী তা বুঝতে হবে। একজন বিপ্লবীকে বুর্জোয়া শ্রেণির শক্তি কোথায়, দুর্বলতা কোথায় তা-ও বুঝতে হবে। বুঝতে হবে কী ধরনের চাতুর্যের দ্বারা, লোকঠকানো বুলির দ্বারা তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। বুঝতে হবে কী কী ঘটনা ঘটছে, কী কী আইন হচ্ছে, কোন শ্রেণির স্বার্থে হচ্ছে। বুঝতে হবে জনগণ কী চিন্তা করছে, কী কী কথাবার্তা তাদের মধ্যে হচ্ছে। তারা কোথাও জোরে বলছে, কখনও ফিসফিস করে বলছে— এ সব কিছুর খোঁজখবর একজন বিপ্লবীকে রাখতে হবে। বলেছেন, এগুলি কোনও বই পড়ে পাওয়া যাবে না, বাস্তব জীবনের ঘটনার মধ্যে পাওয়া যাবে। বাস্তব জীবনের ঘটনাগুলিকে বিচার করতে হবে এবং তা থেকে শিখতে হবে।

লেনিন বলছেন, যেখানেই জনগণ আছে— যে কোনও ইনস্টিটিউশনে, যে কোনও সোসাইটিতে, যে কোনও ক্লাবে— জনগণ যেখানেই আছে, সেই সংগঠন যদি প্রতিক্রিয়াশীলও হয়, তা সত্ত্বেও বিপ্লবীদের সেখানে কাজ করতে হবে। সে কাজ যত কঠিনই হোক না কেন, প্রতিক্রিয়াশীলরা যতই বাধা দিক, যতই তারা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করুক, বিপ্লবীদের জনগণের মধ্যে যেতে হবে এবং তাদের মধ্যে কাজ করতে হবে। বলেছেন, কোনও ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব প্রতিক্রিয়াশীল বলে সেখানে যাব না, তার মানে হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের অধীনে শ্রমিক শ্রেণিকে ছেড়ে দেওয়া। সেই সব প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নের ভিতরেও বিপ্লবীদের কাজ করতে হবে। শ্রমিক শ্রেণিকে জয় করতে হবে। প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বকে শ্রমিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

পার্লামেন্টারি ইলেকশন সম্পর্কে

আবার যারা উগ্র বামপন্থী, তারা ভোট বয়কটের কথা বলেছে। তারা বলেছে, পার্লামেন্ট অকার্যকরী হয়ে গেছে, বাতিল হয়ে গেছে। লেনিন বললেন, তোমাদের কমিউনিস্টদের কাছে পার্লামেন্ট বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু জনগণের কাছে তা বাতিল হয়েছে কি? জনগণ তো এখনও পার্লামেন্ট বাতিল বলে বোঝেনি। ফলে জনগণ যতক্ষণ না বুঝছে, এমনকি বিপুল সংখ্যক মাইনরিটি যতক্ষণ না বুঝছে, ততক্ষণ পার্লামেন্ট ইলেকশনে তোমাদের যেতে হবে। পার্লামেন্টের দ্বারা জনগণের সমস্যার সমাধান হচ্ছে না, এটা দেখাতে হবে, প্রমাণ করতে হবে। লেনিন বলেছেন, এমনকি বিপ্লবের পরেও, ১৯১৮ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি আমরা টিকিয়ে রেখেছিলাম। কারণ তখনও কিছু লোকের মধ্যে, মাইনরিটি হলেও বিভ্রান্তি ছিল। বলেছেন, মেজরিটি বুঝলেই হবে না, মাইনরিটি হলেও একটা বড় সংখ্যক মানুষের মধ্যে যদি বিভ্রান্তি থাকে তা হলেও পার্লামেন্ট ইলেকশনে যেতে হবে।

লেনিন এই শিক্ষাও দিয়ে গেছেন যে, শত্রু শিবিরের যে কোনও দ্বন্দ্ব, এমনকি খুব ক্ষুদ্র হলেও অত্যন্ত ধৈর্য, দক্ষতা ও সতর্কতার সঙ্গে তার সুযোগ নিতে হবে। আবার স্বল্প সময়ের জন্য হলেও জনগণের কোনও শক্তি যদি সহযোগী হিসাবে পাওয়া যায়, এমনকি সেই শক্তি অ-নির্ভরযোগ্য, দোদুল্যমান, অস্থায়ী হলেও তাকে কাজে লাগাতে হবে।

ভুল সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি

লেনিন বলেছেন, একটা বিপ্লবী দলের বিপ্লবের স্ট্র্যাটেজি কী, ট্যাকটিক্স কী, সেটা সঠিক হলেই চলবে না, জনগণ যাতে তার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারে— এই বিপ্লবের রণনীতি, রণকৌশল ঠিক— সেটা দেখতে হবে। তিনি বলেছেন, বিপ্লবী দলের কর্মীদের সর্বহারা শ্রেণি, আধা সর্বহারা শ্রেণি, শোষিত জনগণ, তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে, তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, এমনকি তাদের সাথে মিশে যেতে হবে। তাদের শিক্ষিত করতে হবে, সংগঠিত করতে হবে। আর বিপ্লবী দলের কর্মীদের স্যাক্রিফাইস করতে হবে, সাহসী হতে হবে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে। তিনি বলেছেন, একটা বিপ্লবী দল খাঁটি কি না, এটা বোঝা যায়, সে ভুল করলে সেই ভুল সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি কী, তা দিয়ে। যথার্থ বিপ্লবী দল ভুল করলে সর্বসমক্ষে স্বীকার করে। কী কারণে ভুল হয়েছে সেটাও বলে। কী অবস্থার মধ্যে এই ভুলটা হতে পারল, তা বলে এবং কী ভাবে সংশোধন করা হবে, তাও প্রকাশ্যে আলোচনা করে। এতেই বোঝা যায়, দলটি যথার্থ খাঁটি কি না, যথার্থই সে শ্রমিক শ্রেণির প্রতি, জনগণের প্রতি তার দায়িত্ব পালন করে কি না।

লেনিন আর একটা কথাও বলেছেন। মানবজাতির ইতিহাসে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন যুগে যে জ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে, স্তরে স্তরে যে জ্ঞানের ভাণ্ডার সঞ্চিত হয়েছে, সেই জ্ঞানের ভাণ্ডারকে ভিত্তি করে, তাকে অতিক্রম করে, মানে তা থেকে শিক্ষা নিয়েই এসেছে মার্ক্সবাদ। তাই বিপ্লবীদের মানব-ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের জ্ঞানের সাথে পরিচিত হতে হবে।

আর একটা কথাও লেনিন বলেছেন। বলেছেন, একজন বিপ্লবী যদি মনে করে আমি কম জানি, তা হলে তার জানার আগ্রহ বাড়বে। আর যদি সে মনে করে আমি অনেক জানি, তা হলে আর যাই হোক, সে কমিউনিস্ট হতে পারবে না। আমি লেনিনের বিশাল শিক্ষার ভাণ্ডার থেকে কিছু অংশ এই আলোচনাতে উপস্থিত করেছি যাতে আমরা সকলে এর থেকে শিক্ষা নিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনে যথাযোগ্য ভূমিকা নিতে পারি।

সাম্রাজ্যবাদের দানবিক চেহারা প্রথম চিনিয়েছেন লেনিন

এখন বিশ্বে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ একের পর এক ভয়াবহ ধ্বংসকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। কয়েক বছর আগে তারা ইরাক ধ্বংস করল। বলল, সাদ্দাম হোসেন ইরাকে গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র তৈরি করছে। অথচ আন্তর্জাতিক কমিশন পরীক্ষা করে বলল, ইরাকে কোনও গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্ণপাত করল না। ইরাককে ধ্বংস করে ছাই করে দেওয়ার পর বিশ্ব দেখল, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। এটা ছিল ইরাক আক্রমণের জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অজুহাত মাত্র। তার সহযোগী ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। এর পর একই ভাবে লিবিয়াকে আক্রমণ করে ধ্বংস করল। ইজরায়েল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ সাহায্যে গাজায় কী নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে! হাজার হাজার মানুষ, শত শত শিশু প্রাণ হারাচ্ছে। সমস্ত এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ঘরবাড়ি বলে কিছু নেই। হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ— সব ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। মাত্র কয়েক দিন আগে একটা স্বাধীন দেশ ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে মিলিটারি পাঠিয়ে আচমকা গ্রেফতার করে নিয়ে গেল আমেরিকা। ওখানে সৈনিক যারা পাহারা দিচ্ছিল, তাদেরও আক্রমণ করে খুন করল। এখন কিউবা, কলম্বিয়া, মেক্সিকো— আরও কয়েকটা রাষ্ট্র— ল্যাটিন আমেরিকা বলতে যা বোঝায় তাদের বলছে, হয় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হুকুম মেনে আত্মসমর্পণ করো, না হলে তোমাদেরও পরিণতি ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টের মতো হবে। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে কেন নিয়ে গেল? খোলাখুলি বলছে, ওই দেশের তেলখনিগুলি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের চাই। ওই তেলখনিগুলিতে আগে মার্কিন পুঁজিপতিদের মালিকানা ছিল। ভেনেজুয়েলার সরকার মার্কিনী মালিকানা উচ্ছেদ করে সেগুলির জাতীয়করণ করেছিল। আবার সেগুলিতে নিজেদের মালিকানা কায়েম করল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। যে সাম্রাজ্যবাদের দানবিক চরিত্র আজ দেখা যাচ্ছে— তাকে প্রথম চিনিয়েছেন মহান লেনিন। আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মধ্যপ্রাচ্যে প্রায় সব দেশেই নিজের আধিপত্য কায়েম করেছে। ল্যাটিন আমেরিকাকেও পদানত করছে, যারা মাথা নোয়ায়নি তাদের থ্রেট করছে। ইরান যাতে আত্মসমর্পণ করে, সে জন্য বিশাল সশস্ত্র রণতরী পাঠিয়েছে।

সমাজতন্ত্রের অনুপস্থিতির কারণে সাম্রাজ্যবাদ বেপরোয়া

আজ সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নেই। ১৯৫৬ সালে সদ্য স্বাধীন মিশর সুয়েজ ক্যানেল জাতীয়করণ করার পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতে ব্রিটিশ-ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ যখন মিশর আক্রমণ করল, তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ বন্ধ করার জন্য ১২ ঘণ্টার সময়সীমা দিয়েছিল। ৬ ঘণ্টার মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদীরা আক্রমণ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। আজ সেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবির নেই। আজ সাম্রাজ্যবাদ ইউএনও-র তৈরি বিধান, কোনও আন্তর্জাতিক রীতি-নীতির তোয়াক্কা করছে না, সাম্রাজ্যবাদী লালসা পূরণের জন্য যেখানে সেখানে বেপরোয়া হামলা চালাচ্ছে, হুমকি দিচ্ছে, অন্য দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব পদদলিত করছে। অন্য দিকে চিনও প্রতিবিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র ধ্বংস করে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র হয়ে এখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা এদের তুলনায় দুর্বল। অপেক্ষাকৃত ছোট হলেও ভারতীয় পুঁজিবাদও সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করে বিভিন্ন দেশে পুঁজি রপ্তানি করছে, অন্য দেশের কারখানায়, খনিতে

সাতের পাতায় দেখুন

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় বিপ্লবী কর্মী চাই

ছয়ের পাতার পর

পুঁজি বিনিয়োগ করছে। ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ আমেরিকা, চিন, ইউরোপ ও রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে বোঝাপড়া করে চলছে। আজ বিশ্বের নানা জায়গায় সামরিক উত্তেজনা, আঞ্চলিক যুদ্ধ চলছে। এর সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশ শামিল হচ্ছে। এ ছাড়া বাণিজ্য যুদ্ধ, শুল্কযুদ্ধ প্রবল ভাবে চলছে। এই যুদ্ধও এক ধরনের যুদ্ধ, অন্যের বাজার দখলের লড়াই। এক দিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, অন্য দিকে চিন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশই সামরিক উৎপাদনের উপর জোর দিচ্ছে। ফলে বিশ্ব জুড়ে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

বিশ্ব জুড়ে পুঁজিবাদবিরোধী বিক্ষোভ

এ দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ গোটা সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দুনিয়া চূড়ান্ত সংকটগ্রস্ত। বাজার ক্রমসংকুচিত, লকআউট, ক্লোজার, ছাঁটাই, বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি সংকটে এই দেশগুলি জর্জরিত। সমাধানের কোনও রাস্তা নেই। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান— সব দেশেই প্রচণ্ড শ্রমিক বিক্ষোভ চলছে। এই কয়েক বছর আগে আমেরিকায় হয়ে গেল 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট' আন্দোলন। ওয়াল স্ট্রিট হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের ব্যবসার কেন্দ্রস্থল। সেই আন্দোলন কয়েক মাস ধরে চলল— হাজার হাজার ছাত্র-যুবক সেই জায়গা ঘেরাও করে রাখল। আবার সম্প্রতি কয়েক দিন আগে হল 'নো কিংস' আন্দোলন। মানে ট্রাম্প হল কিং— তাকে চাই না। ট্রাম্প হল সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ, তারই বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। দেশে দেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভ হচ্ছে। আজ উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতেও বিপ্লবের অবজেকটিভ কনডিশন তৈরি, কিন্তু সাবজেকটিভ কনডিশন প্রস্তুত নয়, অর্থাৎ বিপ্লবী আদর্শ, বিপ্লবী দল হয় নেই, না হয় দুর্বল।

সমাজতন্ত্রই মানবসভ্যতার রক্ষক

লেনিন রাশিয়ায় যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেটা বিশ্বের প্রথম সমাজতন্ত্র। যাকে লেনিনের উপযুক্ত ছাত্র মহান স্ট্যালিন শক্তিশালী করে গড়ে তুলেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে ত্রাতা হিসাবে প্রবল ভরসা নিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের দিকে তাকিয়েছিলেন মনীষী রমাঁ রলাঁ, বার্নার্ড শ, আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথরা। তাঁদের আশা ছিল, জার্মানি-ইটালির ফ্যাসিস্ট শক্তিকে পরাস্ত করে মানবসভ্যতাকে একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নই বাঁচাতে পারে। সেই সোভিয়েট ইউনিয়ন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানি, ইটালি, জাপানকে পরাস্ত করেছিল, পূর্ব ইউরোপকে মুক্ত করেছিল। পূর্ব ইউরোপে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ দিকে চিনে মহান মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতন্ত্রের পথে এগোচ্ছিল তারা। ফলে একটা সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া গড়ে উঠেছিল। সাম্রাজ্যবাদ তখন ভয়ে কাঁপছে। আমাদের কৈশোরে, যৌবনে আমরা এই পরিবেশ পেয়েছিলাম। একদিকে একটা সমাজতান্ত্রিক শিবির— রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপ, চিন, উত্তর কোরিয়া— এই সব দেশ নিয়ে। আবার আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকায় সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মদতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন, মুক্তি সংগ্রাম চলছে। ফলে একটা অন্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু রাশিয়ার অভ্যন্তরে পরাজিত যে পুঁজিবাদ, যে পুঁজিবাদ সম্পর্কে লেনিন হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, সেই পুঁজিবাদ প্রতিবিপ্লবের দ্বারা সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করল। একই ভাবে চিনে ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্র ধ্বংস হল। কী ভাবে এই প্রতিবিপ্লব সংগঠিত হল এবং আগামী দিনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এর থেকে কী শিক্ষা নেবে, এ সম্পর্কে আমি মার্ক্সের শিক্ষা, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুংয়ের শিক্ষা, বিশেষ করে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা নিয়ে একটা আলোচনা কিছু দিন আগে করেছি। সেই বিষয়ে আজ বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করতে চাইছি না, অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। একটা বুকলেট বেরিয়েছে। কিন্তু এই বিষয়টি সকলের জানা দরকার, ভাল করে বোঝার জন্যে।

এস ইউ সি আই (সি) হচ্ছে বিপ্লবী বামপন্থী দল

বিভিন্ন দেশে মানুষ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। লড়ছেও। কয়েক বছর আগে দিল্লির কৃষক আন্দোলনে ৭০০ লোক প্রাণ দিল। আমাদের যত দূর শক্তি আছে, এই আন্দোলনে নিযুক্ত করেছিলাম। **আপনারা জানেন, সিপিএম, সিপিআই এখন কোনও আন্দোলনে তেমন ভাবে নেই। তারা শুধু ভোটে কার সাথে গেলে কোথায় কটা সিট পাবে এই মতলবেই চলছে— এই হচ্ছে এখন তাদের একমাত্র রাজনীতি। পাঁচের দশকে, ছয়ের দশকে ওরা লড়াইয়ে আসত। ওদের সংস্কারবাদী রিফর্মিস্ট লাইন, আর আমাদের রেভোলিউশনারি লাইনে দ্বন্দ্ব হত। সরকারে আসার পর থেকে সেই সংগ্রামী চরিত্র যতটুকু ছিল, তারা আজ তা সম্পূর্ণ হারিয়েছে। আজ তারা সংগ্রামবিমুখ, ভোটসর্বস্ব পার্টি। বামপন্থার মধ্যেও পার্থক্য আছে। তারা সংশোধনবাদী বামপন্থী। আর আমরা বিপ্লবী বামপন্থী। আমরা আমাদের সাধ্যমতো রাজ্যে রাজ্যে নানা আন্দোলন গড়ে তুলছি।**

লেনিনের শিক্ষার তাৎপর্য উপলব্ধি করে পার্টিকে শক্তিশালী করুন

তাই আমাদের শক্তি বাড়াতে হবে। ভারতবর্ষে আমাদের পার্টি বাড়ছে এ কথা ঠিক। রাজ্যে রাজ্যে আমাদের সংগঠন গড়ে উঠছে। কিন্তু সংখ্যায় বাড়লেই হবে না। কমরেড শিবদাস ঘোষ এমন ধরনের চরিত্র চেয়েছিলেন, যারা ঘরবাড়ি-সম্পত্তি-আরাম-আয়েশ সব কিছু পরিত্যাগ করে— শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থই একমাত্র স্বার্থ, বিপ্লবই একমাত্র স্বার্থ, পার্টির স্বার্থই একমাত্র স্বার্থ— এ ভাবে দলের স্তরে স্তরে নেতা-কর্মী হিসাবে গড়ে উঠবে, পার্টির তত্ত্বআয়ত্ত করবে। যারা পাড়ায় পাড়ায় মিশবে, জনগণের নেতা হবে।

উন্নত চরিত্র গুণে, যুক্তির শক্তিতে গ্রামে, শহরে, কলকারখানায়, অফিসে, শ্রমিকদের মধ্যে, গরিব কৃষক-খেতমজুরদের মধ্যে, ছাত্র-যুবক-মহিলাদের মধ্যে বিপ্লবী রাজনীতি নিয়ে যাবে, নানা দাবিতে শ্রেণি সংগ্রাম ও গণআন্দোলন গড়ে তুলবে, সংগ্রামের হাতিয়ার গণকমিটি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলবে। এই ভাবেই আগামী দিনে ভারতবর্ষে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতি গড়ে তুলবে।

মনে রাখবেন, মহান মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় আমাদের দলের শক্তিবৃদ্ধি প্রয়োজন শুধু এ দেশের বিপ্লবের প্রয়োজনেই নয়, বিশ্বের বিপ্লবী আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্যও তা প্রয়োজন। এটা আমাদের আন্তর্জাতিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের মধ্যেই রয়েছে মহান লেনিনের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

লেনিনের শিক্ষার তাৎপর্য বুঝে, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে স্মরণ করে আপনারা পার্টিকে শক্তিশালী করুন, শ্রেণিসংগ্রাম গড়ে তুলুন, বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলুন। এ কথা বলেই আমি শেষ করছি।

সক্রিয় এসইউসিআই(সি)

একের পাতার পর

আমাদের দাবি, ভোট ঘোষণার আগেই সুচারুভাবে বিচারকদের বিচার সম্পূর্ণ করে তাঁদের ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া ২০০২ ও ২০২৫ উভয় তালিকায় নাম থাকা অনেক ভোটারের নামের উপর 'ডিলিটেড' স্ট্যাম্প লাগানো হয়েছে— তাঁদের তালিকাভুক্ত করতে হবে। আমাদের আরও দাবি, মতুয়া সম্প্রদায়ের যে হাজার হাজার মানুষের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম ২০২৫-র তালিকায় ছিল তাঁদের ভোট দেওয়ার অধিকার দিতে হবে।

এ ছাড়া ওই সম্প্রদায়ের যাঁরা ৬নং ফর্ম পূরণ করে তালিকায় যুক্ত হওয়ার বয়সে পৌঁছেছেন তাঁদের ওই ফর্ম পূরণ করার সুযোগ দিতে হবে।

কমরেড পাঁচু নস্করের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি)-র পূর্বতন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সদস্য বিশিষ্ট সংগঠক ও নেতা কমরেড পাঁচু নস্কর ১২ ফেব্রুয়ারি জয়নগর পার্টি সেন্টারে ৮৯ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কয়েক বছর যাবৎ তিনি বার্ধক্যজনিত নানা রোগে বিশেষত অ্যালঝাইমার্সে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। জয়নগরের দক্ষিণাঞ্চল স্বাস্থ্যসদনে তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। শ্রদ্ধা জানানোর জন্য তাঁর মরদেহ জয়নগর অফিসে শায়িত রাখা হয়। সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পক্ষে মাল্যদান করা হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির একাধিক সদস্যের পক্ষে, রাজ্য কমিটি, জেলা কমিটি, লোকাল ও গণসংগঠনগুলির পক্ষ থেকে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় দলের প্রতিটি কার্যালয়ে পতাকা অর্ধনমিত করা হয়। কমরেডরা কালো ব্যাজ পরিধান করেন। শেষযাত্রায় তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় নারায়ণীতলা, খাকুড়দা, জাঙ্গালিয়া, দেওয়ানগঞ্জ এলাকায়। রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য সহ অসংখ্য মানুষ শ্রদ্ধা জানান। দক্ষিণ বিষ্ণুপুর শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

কমরেড পাঁচু নস্কর বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে দলের সাথে যুক্ত হন। কলকাতার বেঙ্গল পটারিতে চাকরি করতেন তিনি। সেই সময়ে পার্টির ঊর্ধ্বতন নেতাদের কাছে দলের আদর্শ ও উন্নত জীবনবোধের আলোচনায় ও পরামর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি চাকরি ছেড়ে সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে দলের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সেই সময় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শচীন ব্যানার্জী তাঁকে খাকুরদা জাঙ্গালিয়া অঞ্চলে কাজের দায়িত্ব দেন। ক্রমে তিনি নারায়ণীতলা, ধোসা চন্দনেশ্বর সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় সংগঠন বিস্তারে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গিয়েছেন। তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা ও সাহসী। তৎকালীন শাসক দল কংগ্রেস গুন্ডা লাগিয়ে তাঁকে মারধর করে এবং তিনি আহত হন। মিথ্যা ডাকাতির কেসে তাঁকে হাজতবাস করতে হলেও তাঁকে দমানো সম্ভব হয়নি। দল প্রতিষ্ঠার পর সেই কঠিন সংগ্রামের যুগে তিনি এলাকায় একাকী কাজ শুরু করেন। সঙ্গীহীন অবস্থায় টিনের তৈরি চোঙাতে চিৎকার করে স্লোগান দিতেন তিনি, উত্তরও দিতেন তিনি একাই। এই ভাবে হাটে-বাজারে একলাই পথসভা-হাটসভা করতেন। রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এ ভাবেই একটি একটি করে কর্মী সংগ্রহ করে, এমনকি নেতা তৈরিতে অবদান রেখে দলকে শক্তিশালী করে তোলেন। বয়সে ছোট কমরেডদের নেতৃত্ব তিনি আনন্দের সাথে মেনে চলতেন। কাজ শুরুর প্রথম দিকে কারও বাড়িতে আশ্রয় জোটাতে না পারলে রাস্তায়-মাঠে শুয়ে দিন কাটিয়েছেন। তাঁর প্রথাগত শিক্ষা ছিল নিজ গ্রাম দেওয়ানগঞ্জের হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। কিন্তু জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্যে তিনি সর্বদাই পার্টির পত্রপত্রিকা, পুস্তক পাঠের মাধ্যমে রাজনীতিকে বোঝার সংগ্রাম শয্যাশায়ী অবস্থায় থাকা পর্যন্ত চালিয়ে গিয়েছেন। সেন্টারে প্রতিদিনের পড়াশোনায় অসুস্থ শরীরেও অংশগ্রহণ করতেন।

প্রয়াত নেতা কমরেড শচীন ব্যানার্জী, সুবোধ ব্যানার্জী, ইয়াকুব পৈলানদের সান্নিধ্যে-পরামর্শে তিনি উন্নত রুচি-সংস্কৃতিগত মান অর্জনের সংগ্রাম উল্লেখযোগ্য ভাবে চালিয়ে গিয়েছেন। তাঁর দায়িত্বের এলাকায় অনেক গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি দলের পরিচালনায় থাকলেও তাঁর সততা, সরলতা, অনাড়ম্বর জীবনযাপন, শোষিত শ্রেণির প্রতি মমত্ব, গণআন্দোলন গড়ে তোলায় একাগ্রতা, পার্টির প্রতিটি কর্মসূচি রূপায়ণে নিষ্ঠাভরা প্রয়াস তাঁকে বিশিষ্ট নেতায় পর্যবসিত করেছিল।

তাঁর স্মরণে ২৬ ফেব্রুয়ারি শান্তিপুর হাইস্কুল মাঠে স্মরণসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন দলের পলিটবুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দেবাশীষ রায় ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সান্টু গুপ্ত। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নন্দ কুণ্ডু।

কমরেড পাঁচু নস্কর লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 78, No.: 31 Bengali Weekly March 13, 2026 Kolkata Price: Rs. 3.00

পশ্চিমবঙ্গে আচমকা রাজ্যপাল বদল সম্পর্কে এসইউসিআই(সি)

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের আচমকা বদল সম্পর্কে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৬ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের আচমকা পদত্যাগ যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা শাসক বিজেপির চাপেই, সে ব্যাপারে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। রাজ্যপালকে দিয়ে বিরোধী দল শাসিত রাজ্য সরকারগুলির উপর ছড়ি ঘোরানোর অগণতান্ত্রিক প্রথা কেন্দ্রীয় সরকার বহুদিন ধরেই চালিয়ে আসছে। কংগ্রেসের দীর্ঘ শাসনের সময় থেকে যে রীতি শুরু হয়েছিল, বিজেপির সময়ে তা আরও নগ্ন রূপ ধারণ করেছে। সাম্প্রতিক কালে জগদীপ ধনখড় এবং সি ভি আনন্দ বোসের কর্মপদ্ধতি তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

এ রাজ্যে যাঁকে নিযুক্ত করা হল সেই আর এন রবির তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল হিসাবে ভূমিকা একই রকম অগণতান্ত্রিক। রাজ্যের জনসাধারণ যখন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের চূড়ান্ত জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে তখন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এই পরিবর্তন কেন্দ্রের শাসক দলের তরফে আরও অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপের ইঙ্গিতবহ। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তৃণমূল সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাথে সাথে বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকারের অগণতান্ত্রিক আচরণের বিরুদ্ধেও রাজ্যের জনসাধারণ এগিয়ে আসবেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নতুন সমাজের স্বপ্নের কথা বলে গেলেন শ্রমজীবী নারীরা

কলকাতা ঃ ‘অভাবে ক্যাব চালাতাম বলে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। বাবার ভিটা ছেড়েও পথে নামতে হল। দিশাহীন অবস্থা। বস্তিতে ঘুপচি ঘর ভাড়া নিয়ে দর্জির কাজ ধরি। নরক কুণ্ডে একটু একটু লড়ে ছেলেমেয়েকে বড় করছি। ওরা বড় হলে আশা করি আমাকে বুঝবে’—চোখের জলে নিজের নিত্যদিনের জীবনযুদ্ধের কাহিনী যখন জীবনে প্রথমবার মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলছিলেন দর্জি শ্রমিক হাসনু তারা শেখ, হল জুড়ে তখন পিনপড়া নিঃস্তব্ধতা। যখন শ্মশানকর্মী টুম্পা দাস বলেন, ডোম ছেলেদের পেশা বলে কেউ প্রথম প্রথম ডাকত না। সমাজে একঘরে দশা। অভাবী বিধবা মায়ের ভরসায় হাল ছাড়িনি। নিজেকে বলি, মেয়ে তো কী! পারতেই হবে। আজ সবাই আমায় ‘টুম্পা ডোম’ ডাকে। বেশ লাগে। আজ মঞ্চে আপনারা আমার পেশার লড়াই বলতে দিয়েছেন বলে গর্ব হচ্ছে— তুমুল হাততালির বন্যায় ভেসে গেল সভাঘর। শ্রোতাদের চোখেমুখে এক অদ্ভুত যুদ্ধজয়ের ঝিলিক। মঞ্চে দাঁড়িয়ে অধ্যাপিকা শাশ্বতী ঘোষ বলে ওঠেন, এঁদের সম্মান জানাতে পেরে আজ নিজেদের সম্মানিত মনে হচ্ছে। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শরিফা খাতুন তাঁর আলোচনায় যখন পাড়ার ম্যারাথনের অভিজ্ঞতা থেকে প্রশ্ন তোলেন, হামেশাই পুরুষ বিভাগের চেয়ে মহিলা বিভাগে পুরস্কার-মূল্য কম হয় কেন? দর্শকদের সাথে সভাপতির আসন থেকে অধ্যক্ষা, মঞ্চের অন্যতম আহ্বায়ক মৈত্রেয়ী বর্ধন রায়ও সায় দিয়ে বলেন, এ লড়াই তো সমাজ-জীবনে আজ প্রতিটি মহিলার অস্তিত্বের লড়াই।

‘জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা’র উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এমন এক ভিন্ন ধারার অভিজ্ঞতা ও আবেগের সাক্ষী থাকল কলকাতা। হাজরার সুজাতা দেবী সদনে আয়োজিত এই আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে (ছবি) এ ছাড়াও বলেন উত্তরবঙ্গের চা বাগানকর্মী মাঞ্চালি ওঁরাও, ক্যাব চালক শ্যামলী হাজরা, ফিফা রেফারি ও ফুটবলার অনামিকা সেন, আশাকর্মী তাপসী মণ্ডল, ভয়েস অফ অভয়া ভয়েস অফ উইমেনের বর্ষীয়ান সদস্য কুহু দাস, মঞ্চের আহ্বায়কবৃন্দ আইনজীবী দেবযানী সেনগুপ্ত এবং সমাজকর্মী কল্পনা দত্ত প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন আহ্বায়কমণ্ডলীর অন্যতম ডাঃ নূপুর ব্যানার্জী, ক্রীড়াবিদ কুন্তলা ঘোষ দস্তিদার ও অনিতা রায়। ছিলেন অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ শান্তি মল্লিক। অভ্যাগতদের সম্মাননা প্রদান, গান, নাটক, আবৃত্তির পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে বিগত ৯-১৫ ডিসেম্বর ২০২৫, অঙ্গীকার যাত্রার চিত্র সংকলন প্রকাশ এবং তথ্যচিত্র পরিবেশিত হয়।

আহ্বায়করা বলেন, নারীরা ঘরে বাইরে কর্মক্ষেত্রে নিপীড়িত, নির্যাতিত, অরক্ষিত। অভয়ার ন্যায়বিচার এখনও অধরা। তাই মর্যাদা রক্ষা ও সমানাধিকারের এই লড়াই চলবে। আজ বিভিন্ন পেশার নারীর কথায় আত্মমর্যাদার যে স্ফুলিঙ্গ দেখা গেল, তাতে প্রত্যয় আরও দৃঢ় হল— আমরা লড়ব, আমরা জিতব।

মেদিনীপুর ঃ শান্তনী সেন। সামাজিক পরিচয়ে, তিনি পরিচারিকা। কোনও প্রলোভনে পা না দিয়ে, মাথা উঁচু করে বাঁচেন। একটি অনাথ শিশুকে মায়ের স্নেহ দিয়ে বড় করছেন। শুধু তাই নয়, কলুষমুক্ত সমাজ হোক এমনই আকাঙ্খায় এলাকায় মদবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম মুখ। লক্ষ্মীমণি হাঁসদা। স্বামী মানসিক ভারসাম্যহীন। ৯ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে নিয়মিত শহরে স্বামীকে নিয়ে আসেন চিকিৎসার জন্য। বাড়িতে দুই মেয়ে। লক্ষ্মীমণিও এলাকার প্রতিবাদী মুখ। মাথা উঁচু করে বাঁচবার সাহস রাখেন। সুমনা মণ্ডল। এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। অভয়া আন্দোলনে সামনের সারিতে বার বার দেখা গিয়েছে। বৃদ্ধ ঠাকুমার দেখভাল করার দায়িত্ব তুলে নিয়েছে সুমনা। নিজের পড়ার খরচ নিজে নানা পরিশ্রম করে জোগাড় করেও উচ্চশিক্ষা লাভ করে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায় সে। এরকমই লক্ষ্মী সরেন, পুষ্প দাস, গীতা শীট, সবিতা গিরি, শিখা মাইতি, মনা দাস, রীতা চ্যাটার্জী— এঁদের কেউ পরিচারিকা, কেউ সবজি বিক্রেতা— যাঁরা পরিবারে, ব্যক্তিগত পরিসরে অসম লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি কেউ মদবিরোধী আন্দোলনের সভানেত্রী, তো কেউ আশা দিদি, আন্দোলনে অগ্রণী।

৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ‘জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা’ মঞ্চ, মেদিনীপুরের পক্ষ থেকে এঁদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এই কমিটির মেদিনীপুর শাখার সভানেত্রী বিশিষ্ট লেখিকা ও সমাজকর্মী রোশেনারা খান বলেন, আসলে এই নারীরা নীরবে যে মানবিক গুণাবলি ও দৃঢ়তা নিয়ে এই সমাজের অভ্যন্তরে অসম লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের সম্মানিত করতে পেরে আমরা নিজেরাই ধন্য হয়েছি, নিজেদের মর্যাদা রক্ষা করতে পেরেছি। পদার্থবিদ্যার বিশিষ্ট অধ্যাপক, সুরেশ চন্দ্র দাস, ওই নারীদের হাতে পুষ্পস্তবক, স্মারক মেডেল ও সামান্য উপহার তুলে দিয়ে এই অশীতিপর বয়সের জন্মদিনে নিজেকে ধন্য ও সার্থক মনে করেছেন। কমিটির সম্পাদিকা অনিন্দিতা জানা ঘোষণা করেন, এভাবেই তাঁরা সারা বছর নারী-লাঞ্ছনার প্রতিবাদ-প্রতিকারের পাশাপাশি, নানা সৃজনশীল কর্মসূচির মধ্য দিয়ে কমিটির যথাযথ ভূমিকা পালন করে যাবেন। এই সমাজের আগাপাশতলা না পাল্টালে অর্থনৈতিক অধিকারে, সামাজিক অবস্থানে, কিংবা রুচিতে, সংস্কৃতিতে, শিক্ষায় দীক্ষায়, সবকিছুতে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অবস্থান সমান হবে কী করে? আর তা না হলে সুমনা, লক্ষ্মীমণিদের স্বপ্ন যে অধরাই থেকে যাবে।

আমেরিকা-ইজরায়েল যুদ্ধজোটের ইরান আক্রমণের বিরুদ্ধে

ইরান-ইজরায়েল-আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টির যৌথ বিবৃতি

ইরানের কমিউনিস্ট পার্টি তুদে, কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইজরায়েল এবং কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইউএসএ ৬ মার্চ এক যৌথ বিবৃতিতে ইরানের ওপর ইজরায়েল-মার্কিন যৌথ হানাদারির তীব্র নিন্দা করে বলেছে— এই যুদ্ধ ইরান সহ সমগ্র এলাকার জনগণের জীবনে আরও বড় বিপর্যয় ডেকে আনবে। এই যুদ্ধের একমাত্র লক্ষ্য এই এলাকা এবং সমগ্র বিশ্বের ওপর আধিপত্য কায়েমের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চরিতার্থ করা। এর সাথে কোনও দেশের জনগণের কোনও অংশের স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রক্ষার কোনও সম্পর্কই নেই। ইরান এবং ল্যাটিন আমেরিকাতেও সার্বভৌম দেশের ‘শাসক পরিবর্তনের’ জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের অভিলাষ জনগণের স্বাধীনতা এবং মর্যাদাকে ধ্বংস করছে। আন্তর্জাতিক আইন, নিয়ম নীতির কোনও অর্থই যেন আজ আর নেই।

দিল্লিতে এসইউসিআই(সি) সহ বামপন্থী দলগুলির বিক্ষোভ

গুজরাটের আমেদাবাদে দলের নেতৃত্বে বিক্ষোভ

প্যালেস্টাইন, ইরাক, লিবিয়া, সুদান, লেবানন সহ এই অঞ্চলের প্রায় সব দেশের জনগণ সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদের কবলে। প্রতিক্রিয়াশীল, স্বৈরাচারী শাসকদের হাত থেকে জনগণের মুক্তি ওয়াশিংটন কিংবা তেল আভিভ দেবে না। যথার্থ দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের পরিচালনায় সেই দেশের জনগণের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একমাত্র এই মুক্তি মিলতে পারে।

ইজরায়েল-আমেরিকা এই এলাকার সমস্ত দেশের ওপর তাদের দখলদারির উদ্দেশ্যকে আজ প্রকাশ্যেই ঘোষণা করছে। তারা স্বৈরাচারী, একনায়কদের হাত থেকে ইরানের মানুষকে মুক্তি দিতে যুদ্ধ করছে না, করছে শক্তিশালী অঞ্চলিক শক্তি হিসাবে ইরানের অস্তিত্ব মুছে দিতে এবং সেখানে তাদের বশংবদ পুতুল সরকার বসাতে।

আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শের ভিত্তিতে চলা এই তিনটি দল সমস্ত দেশের মুক্তিকামী ও শান্তিকামী মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছে— এই সংকটের মুহূর্তে যুদ্ধ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য ভূমিকা নিতে সমস্ত দেশের সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসুন।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com